তারিখ 14 JUL 2017
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

প্রথম আলো

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেরানীগঞ্জে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ◈

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম কেরানীগঞ্জে নেওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য শিগগিরই সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হবে। এরপর মেগা প্রকল্প নিয়ে অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। কাজ শেষ হওয়ার পর সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হবে।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম এক জায়গায় নেওয়া হবে। এ জন্য কেরানীগঞ্জে কিছুদিনের মধ্যে জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। আবাসিক হল, একাডেমিক ভবনসহ পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম করা হবে সেখানে। এটিকে উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

যখন পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম কেরানীগঞ্জে নেওয়া হবে, তখন পুরান ঢাকার বর্তমান জায়গায় কী হবে, জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সেটা পরে দেখা যাবে।

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কেরানীগঞ্জে শিগগির জায়গার ব্যবস্থা করা হবে'

২০০৫ সালে কলেজ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর বিভিন্ন সময় আবাসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। গত বছরের আগস্টে প্রায় মাসখানেক শিক্ষার্থীরা পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় ও কেরানীগঞ্জের নিজস্ব জায়গায় আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন করেন। ওই পরিস্থিতিতে তখন ওই বছরের সেপ্টেম্বরে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হবে কেরানীগঞ্জে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনা ২৫ বিঘা জমির পাশে আরও প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে একাডেমিক ভবন, আবাসিক হলসহ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তারই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন' নামে একটি প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ভবন ও আরেকটি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেরানীগঞ্জে এটিকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরে উপস্থাপিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত পাঠানো হয়। সভায় কেরানীগঞ্জে পর্যাপ্ত জমির ব্যবস্থা করতেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রক্রিয়া শুরু করে।